ধান চাষে ইউরিয়া প্রয়োগে এলসিসি

এলসিসি ব্যবহার করে
সঠিক মাত্রায় ইউরিয়া দিন

ফ্যাক্ট শীটঃ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

এলসিসি পরিচিতি

- এলসিসি উচ্চমানসম্পন্ন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, দেখতে অনেকটা স্কেলের মত। এতে হলুদাভ সবুজ (২ নম্বর) থেকে গাঢ় সবুজ (৫ নম্বর) রঙ-এর চারটি ভাগ রয়েছে।
- এলসিসির সংকট মানের উপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা যায়।
- রোপা ধানের ক্ষেত্রে এলসিসি-র সংকট মান ৩.৫ এবং বোনা ধানের ক্ষেত্রে ৩।

এলসিসির মাধ্যমে পাতার মান নির্ণয়

ব্যবহারের সুবিধা

- এলসিসি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সার প্রয়াগ করে এ সারের কার্যকারিতা বাড়ানো যায়।
- পোকা ও রোগের অক্রমণ কম হয়।
- এক বিঘা জমিতে গড়ে বোরো মৌসুমে ৪৫ কেজি এবং রোপা আমনে ৩৪ কেজি করে ধানের ফলন বাড়ানো যায়। এছাড়াও এক বিঘা জমিতে বোরো মৌসুমে ৯ কেজি এবং রোপা আমনে ৭ কেজি করে ইউরিয়া সার কম লাগে।
- এলসিসি ব্যবহারের মাধ্যমে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) সার উপরিপ্রয়োগ করে এক বিঘা জমিতে বোরো মৌসুমে প্রায় ৮০০ টাকা এবং রোপা আমনে ৭০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব।

ব্যবহার পদ্ধতি

১. বোরো মৌসুমে চারা রোপণের ২১ দিন এবং রোপা আমন মৌসুমে ১৫ দিন পর থেকে এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মাপা শুরু করে ১০ দিন পর পর এ মাপার কাজ ধানের থোর অবস্থা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

২. কাদাময় জমিতে গজানো বীজ ধান সরাসরি বপন করলে বোরো মৌসুমে বপনের ২৫ দিন এবং আমন মৌসুমে ১৫ দিন পর একই ভাবে এলসিসির মাপ নিতে হবে।

৩. প্রতিবার মাপার সময় জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগমুক্ত সুস্থ সবল ১০ টি গাছ/গোছা বেছে নিতে হবে।

৪. বেছে নেয়া ১০টি গোছা/গাছের সবচেয়ে উপরের পুরোপুরি বের হওয়া কচি পাতাটির মাঝের অংশ এলসিসি-র উপরে রেখে পাতার রঙ-এর সাথে এলসিসির বিভন্ন রঙ মিলাতে হবে। পাতার রঙ এলসিসির যে নাম্বারের রঙ-এর সাথে মিলবে সে নাম্বারটিই উক্ত পাতার এলসিসি মান।

৫. যদি পাতার রঙ এলসিসির দুটি পাশপাশি রঙ এর মাঝামাঝি রং এর সাথে মিলে যায় তবে রঙ দুটির নাম্বারের গড় মান উক্ত পাতার এলসিসি মান হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি পাতার রঙ এলসিসির ৩ ও ৪ নাম্বার রঙ এর মাঝামাঝি হয় তবে এলসিসির মান হবে ৩.৫।

৬. ১০টি মানের মধ্যে ৬টি বা তার বেশী এলসিসি মান যদি রোপা ধানে ৩.৫ এবং বোনা ধানে ৩.০- এর কম হয় তবে প্রতিবারে ১ বিঘা জমিতে আমনে ৭.৫ এবং বোরোতে ৯.০ কেজি করে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

৭. মাপ নেয়ার তারিখে সার দেয়ার প্রয়োজন না হলে ১০ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন পর মাপ নিতে হবে এবং সার দেয়ার প্রয়োজন হলে স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ ১০ দিন পর মাপ নিতে হবে।

৮. শরীরের ছায়ায় মাপ নিতে হবে যাতে সূর্যের আলো সরাসরি পাতা কিংবা এলসিসি-র উপর না পড়ে।

৯. সাধারণত সকাল ৯ -১১ এবং বিকেল ২ -৪ টার মধ্যে এলসিসি মাপ নেয়া উত্তম।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd